মাত্র 1.45 কোটি। এর প্রায় 45% হজরায়েলে বাস করে।

4.8.4. ভাষাভিত্তিক গঠন (Language-based Structure) :

ভাষা মানুষের সবচেয়ে মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদান কারণ ভাষা, লিপি ও ইঙ্গিতের মাধ্যমেই মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। ভারতের বহুত্ববাদী (pluralistic) সমাজ গঠনে ভাষার অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। ভৌগোলিকেরা ভাষার বণ্টন বিশ্লেষণ করে কোনো দেশ বা অঞ্চলে সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যের (cultural landscape) অবস্থান ও ব্যাপ্তি খুঁজে পান।

ভারত বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে 22টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনো জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ (National Language) নেই। হিন্দি ভারতের জাতীয় ভাষা নয়। তবে হিন্দি ভারতের অন্যতম প্রশাসনিক ও সরকারি ভাষা (official language)।

সংবিধানে স্বীকৃত ভারতের 22টি ভাষা হল হিন্দি, বাংলা, তেলুগু, মারাঠি, তামিল, উর্দু, গুজরাটি, কন্নড়, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, অসমিয়া, মৈথিলি, সাঁওতালি, কাশ্মীরি, নেপালি, সিন্ধি, কংকনি, ডোগরি, মণিপুরি, বোড়ো এবং সংস্কৃত।

Scanned with CamScanner

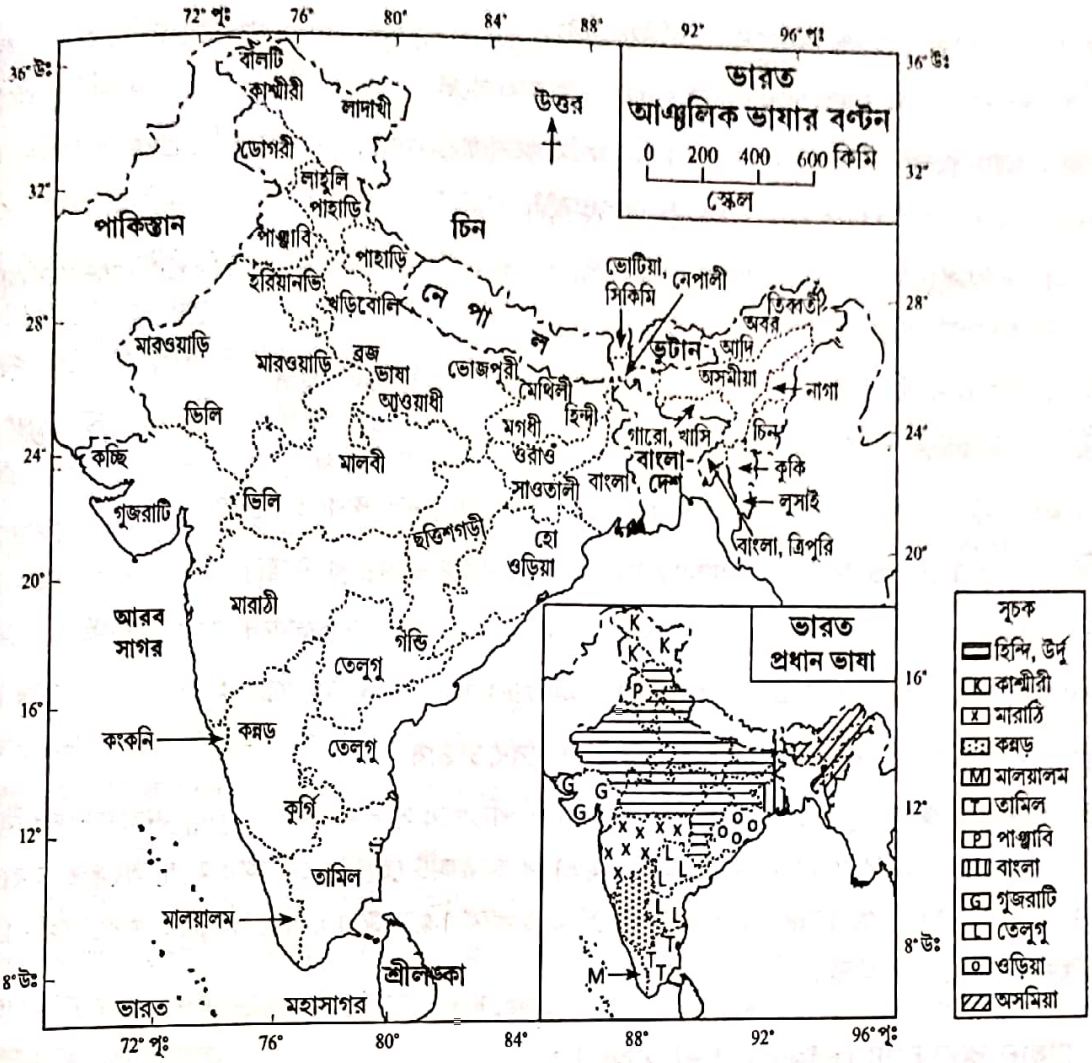

চিত্র : 4.17. - ভারতে ভাষার বণ্টন

4.8.4.1. সংবিধান স্বীকৃত ভাষা (Languages recognised by the Constitution) :

ভারতের সংবিধান স্বীকৃত প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলি হল—

1. **হিন্দি :** হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থান এবং হরিয়ানা রাজ্য। ভারতের প্রায় 42 শতাংশ মানুষ হিন্দিভাষী (চিত্র 4.17)।
2. **বাংলা :** পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক মানুষের ভাষা হল বাংলা। দেশের প্রায় 8·2 শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী।
3. **তেলুগু :** তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ। ভারতের তৃতীয় সর্বাধিক মানুষের ভাষা হল তেলুগু। দেশের প্রায় 7·2 শতাংশ মানুষ তেলুগুভাষী।
4. **মারাঠি :** মহারাষ্ট্র। ভারতে প্রায় 7 শতাংশ লোক মারাঠিভাষী।
5. **তামিল :** তামিলনাড়ু। দেশের প্রায় 6 শতাংশ মানুষ তামিলভাষী।
6. **উর্দু :** উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লি, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় 5 শতাংশ ভারতবাসী উর্দুতে কথা বলে।
7. **গুজরাটি :** গুজরাট। প্রায় 4·5% ভারতবাসী গুজরাটিতে কথা বলে।
8. **কন্নড় :** কর্ণাটক। প্রায় 3·7% ভারতবাসী কন্নড়ভাষী।
9. **মালয়লম :** কেরল। প্রায় 3·2% ভারতবাসী মালয়লমে কথা বলে।

Scanned with CamScanner

10. **ওড়িয়া :** ওড়িশা। প্রায় 3·2% ভারতবাসী ওড়িয়াভাষী।

11. **পাঞ্জাবি :** পাঞ্জাব। প্রায় 2·8% ভারতবাসী পাঞ্জাবিতে কথা বলে।

12. **অসমিয়া :** অসম রাজ্য। প্রায় 1·3% ভারতবাসী অসমিয়াতে কথা বলে।

13. **মৈথিলি :** বিহার। জনসংখ্যার প্রায় 1·2% মৈথিলিভাষী।

14. **সাঁওতালি (বা অলচিকি) :** অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম, ওড়িশা, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ। প্রায় 0·65% ভারতবাসী সাঁওতালিতে কথা বলে।

15. **কাশ্মীরি :** জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। প্রায় 0·6% ভারতবাসী কাশ্মীরিতে কথা বলে।

16. **নেপালি :** পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম। জনসংখ্যার প্রায় 0·3% নেপালিভাষী।

17. **সিন্ধি :** মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান। প্রায় 0·25% সিন্ধিভাষী মানুষ ভারতে রয়েছে।

18. **কংকনি :** গোয়া রাজ্য। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 0·24% কংকনিতে কথা বলে।

19. **ডোগরি :** হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও উত্তর পাঞ্জাব অঞ্চল। প্রায় 0·22% ভারতবাসী ডোগরিভাষী।

20. **মণিপুরি :** মণিপুর। জনসংখ্যার প্রায় 0·14 শতাংশ মণিপুরি ভাষায় কথা বলে।

21. **বোড়ো :** অসম রাজ্য। জনসংখ্যার প্রায় 0·13 শতাংশ বোড়োভাষী।

22. **সংস্কৃত :** (i) কর্ণাটকের মট্টুর ও হোসাহালি অঞ্চল; (ii) ওড়িশার সাসানা অঞ্চল; (iii) মধ্যপ্রদেশের ঝিরি, বাঘুয়ার ও মোহাদ অঞ্চল, (iv) রাজস্থানের গানোড়া অঞ্চল ইত্যাদি কয়েকটি ছোটো এলাকার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার দৈনন্দিন চর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। 2001 সালের হিসাবে দেশে মাত্র প্রায় 14 হাজার লোক সংস্কৃতে কথা বলে। 1991 সালে এই সংখ্যা ছিল প্রায় 49·7 হাজার।

4.8.4.2. প্রধান কথ্যভাষা (Major dialectes) :

সংশ্লিষ্ট 22টি সংবিধান স্বীকৃত ভাষা ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রধান আঞ্চলিক কথ্যভাষা (dialects) আছে, যেমন—

(i) **ভিলি ভাষা :** একে ভিলবোলি বা ভাগোড়িয়া ভাষাও বলে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কথ্য ভিলি ভাষার চল রয়েছে।

(ii) **মাড়োয়াড়ি ভাষা :** রাজস্থানের বারমের, বিকানির, জলশলমির, যোধপুর অঞ্চলের স্থানীয় কথ্যভাষা হল মাড়োয়াড়ি।

(iii) **কচ্ছি ভাষা :** গুজরাটের কচ্ছ ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ কাচ্ছি ভাষায় কথা বলে।

(iv) **পাহাড়ি ভাষা :** উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের স্থানীয় মানুষ পাহাড়ি ভাষায় কথা বলে।

(v) **হরিয়ানভি ভাষা :** দিল্লি, উত্তর রাজস্থান, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে হরিয়ানভি নামে কথ্যভাষার প্রচলন রয়েছে। বাক্যগঠন, শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে হরিয়ানভি ভাষার স্থানীয় ধারাগুলি হল মেওয়াটি, আহিরওয়াটি, বাংগারু, খাদর, দেশওয়ালি ইত্যাদি।

(vi) **খড়িবোলি, ব্রজবোলি, ভোজপুরি, আওয়াধি, মগধি ভাষা :** এই ভাষাগুলি সবই কথ্যভাষা। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই ভাষায় স্থানীয় মানুষ কথা বলে।

(vii) **নসি (Nssi) ভাষা :** এটি অরুণাচল প্রদেশের স্থানীয় মানুষের অন্যতম কথ্যভাষা। প্রসঙ্গত, এখানে প্রায় 90টি স্থানীয় কথ্যভাষা (dialect) আছে। বিভিন্ন উপজাতির মানুষ বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় কথা বলে।

(viii) **আও (Ao) ভাষা :** নাগাল্যান্ডের স্থানীয় কথ্যভাষা হল আও। এই ভাষারও প্রায় পাঁচটি ধরন আছে। নাগাল্যান্ডের প্রায় 6 লক্ষ মানুষ আও ভাষায় কথা বলে।

Scanned with CamScanner

(ix) **মিজো :** মিজোরামের স্থানীয় ভাষা। কুকি সম্প্রদায়ের লোক মিজো ভাষায় কথা বলে। মিজো ভাষার অন্য নাম হল লুসাই বা লুসেই ভাষা।

(x) **কোক বোরোক ভাষা :** ত্রিপুরার মানুষের স্থানীয় ভাষা হল কোক বোরোক ("কোক" মানে ভাষা ও "বোরোক" মানে মানুষ)। ত্রিপুরার প্রায় 9 লক্ষ মানুষ কোক বোরোক ভাষায় কথা বলে।

(xi) **ওরাওঁ ভাষা বা কুরুখ (Kurukh) ভাষা :** ছোটনাগপুর মালভূমি ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী ওরাওঁ বা কুরুখ উপজাতির লোকেরা কুরুখ ভাষায় কথা বলে। ঝাড়খণ্ডে কুরুখ কুরুখভাষী মানুষের সংখ্যা বেশি। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের ওরাওঁরা কুরুখ ভাষা ব্যবহার করে।

(xii) **হো (Ho) ভাষা :** ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুনডা ও কোল উপজাতির লোকেরা হো ভাষায় কথা বলে। বর্তমানে "হো"-ভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় 14 লক্ষ।

ভারতে ভাষা : একনজরে
1. সংবিধান স্বীকৃত ভাষায় সংখ্যা 22টি।
2. কথ্যভাষা (dialects)-এর সংখ্যা 720টি।
3. লিখিত লিপি (scripts)-এর সংখ্যা 13টি।
4. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগকারী ভাষা—হিন্দি ও ইংরাজি।
5. ইংরাজি যে-রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা—অরুণাচল প্রদেশ।
6. ভারতের সমস্ত ভাষার মূল হল চারটি ভাষা পরিবার, যথা— (i) অস্ট্রিক বা নিষাদ পরিবার, (ii) চিনা-তিব্বতি বা কিরাত পরিবার, (iii) দ্রাবিড় পরিবার ও (iv) ভারতীয় আর্য পরিবার।

(xiii) **কুর্গি ভাষা বা কোডাভা (Kodava) ভাষা :** কর্ণাটকের কুর্গ বা কোডাগু অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের কথ্যভাষা হল কুর্গি বা কোডাভা বা কোডাভা টক (Kodava Takk)।

(xiv) **খাসি ভাষা :** মেঘালয়ের খাসি উপজাতির মানুষেরা খাসি ভাষায় কথা বলে। অসম রাজ্য এবং বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে খাসি ভাষার চল আছে। বর্তমানে খাসিভাষী মানুষের সংখ্যা প্রায় 10 লক্ষ।

(xv) **গারো ভাষা বা অচিক (Achik) ভাষা :** মেঘালয়ের গারো পাহাড় ও সংলগ্ন এলাকার গারো উপজাতির লোকেরা গারো ভাষায় কথা বলে। গারোভাষী মানুষের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় 9 লক্ষ।

(xvi) **গন্ডি (Gondi) ভাষা :** গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড় ও অন্ধ্রপ্রদেশে বসবাসকারী গন্ড উপজাতির প্রায় 20% মানুষ গন্ডি ভাষায় কথা বলে।

(xvii) **মুন্ডারি (Mundari) ভাষা :** অসম ও ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী মুন্ডা উপজাতির মানুষ মুন্ডারি ভাষায় কথা বলে। মুন্ডারি ভাষার নিজস্ব লিপি (script) আছে। এ ছাড়া দেবনাগরি, ওড়িয়া, বাংলা ও ল্যাটিন লিপিতে মুন্ডারি লেখা যায়। বর্তমানে (2011) 11·28 লক্ষ মানুষ মুন্ডারিতে কথা বলে। মুন্ডারির কথ্যরূপ হল ভূমিজ (Bhumij) ভাষা। সাঁওতালির সঙ্গে মুন্ডারির অনেক মিল আছে।

4.8.4.3. ভারতীয় ভাষার উৎস (Origin of Indian languages) :

চারটি ভাষা পরিবারকে (Language family) ভিত্তি করে ভারতের সংবিধান স্বীকৃত 22টি ভাষা ও 720টি কথ্যভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই চারটি ভাষা পরিবার হল—(i) অস্ট্রিক বা নিষাদ পরিবার (Austric or Nishada family), (ii) চিনা-তিব্বতি বা কিরাত পরিবার (Sino-Tibetan or Kirata family), (iii) দ্রাবিড় পরিবার (Dravidian family or Dravida) এবং (iv) ভারতীয় আর্য পরিবার (Indo-Aryan family or Aryan)।

(i) **অস্ট্রিক বা নিষাদ ভাষা পরিবার :** ভাষার এই আদি পরিবার থেকে মধ্য ও পূর্ব ভারতের অনেকগুলি উপজাতি তাদের নিজস্ব ভাষা পেয়েছে, যেমন—(a) সাঁওতাল উপজাতি পেয়েছে সাঁওতালি ভাষা, (b) মেঘালয়ে খাসি উপজাতি খাসি ভাষা, (c) আন্দামান-নিকোবরের উপজাতিগুলি আন্দামানি-নিকোবরি ভাষা ইত্যাদি। ভারতের প্রায় 1·13 শতাংশ মানুষ অস্ট্রিক বা নিষাদ ভাষা পরিবার থেকে সৃষ্ট 14টি ভাষায় কথা বলে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অস্ট্রিক ভাষা ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন—ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

Scanned with CamScanner

ভারতে ভাষার এত প্রাচুর্য কেন

- ভারত বিশাল আয়তনের দেশ।
- কয়েক হাজার বছর ধরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে (in isolation) ভাষাগুলি গড়ে উঠেছে।
- এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণ হল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পরিবেশগত কারণে যোগাযোগের অভাব।
- এই কারণে ছোটো ছোটো এলাকার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়েছে, যেমন—(i) বিহার ও উত্তরপ্রদেশে খড়িবোলি, ব্রজবোলি, মগধি, আওয়াধি, ভোজপুরি ভাষা; (ii) দিল্লি-হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে মেওয়াটি, আহিরওয়াদি, দেশওয়ালি ভাষা; (iii) অরুণাচল প্রদেশে প্রায় 90টি স্থানীয় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
- বস্তুত ভারতের পাহাড় পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, বনভূমি, মরুভূমিতে বসবাসকারী প্রতিটি উপজাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষা আছে।
- প্রাচীন সংস্কৃত ও তামিল ভাষাকে ভিত্তি করে নানান কথ্যভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
- সংস্কৃত থেকে পালি ও হিন্দি ভাষা এসেছে।
- ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে ভাষার বিভাজন হয়েছে, যেমন—সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ভাষা। আবার প্রাকৃত থেকে মগধি প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত, সৌরসেনি, অর্ধ-মগধি, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে পালি ও প্রাকৃত ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে বিস্তৃত "সাতবাহন" (Satvahans) রাজত্বে (খ্রিস্টপূর্ব এক শতক থেকে দ্বিতীয় শতক অর্থাৎ প্রায় 300 বছরে) প্রাকৃত ভাষার সমৃদ্ধি হয়।
- সামাজিক স্তরায়ণের প্রভাবেও ভারতে ভাষার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—খ্রিস্টের জন্মের চার-পাঁচশ বছর আগে সংস্কৃত ছিল অভিজাত মানুষের ভাষা। সাধারণ মানুষের মধ্যে বুদ্ধদেবের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তাই বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ "ত্রিপিটক" পালি ভাষায় রচিত হয়।
- ভারতে মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি, ইরানি, ইহুদিরা বিগত 800–900 বছর ধরে এসেছে। কেউ ব্যাবসাবাণিজ্য করেছে (যেমন—পারসি, ইরানি, ইহুদিরা), কেউ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে (যেমন—দাস, সুলতানি ও মোগল যুগে ঘটেছে), আবার কেউ উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও রাজত্ব করেছে (যেমন—ইংরেজ ও ফরাসিরা)। ফলে ভারতে বহু ভাষার ব্যবহার কমেছে (যেমন—ফরাসি ও সংস্কৃত), আবার কিছু ভাষার গৌরব বেড়েছে (যেমন—ইংরাজি, ফরাসি)।
- ভারতীয় ভাষায় বিদেশি প্রভাবে নতুন শব্দ জন্ম নিয়েছে। বিদেশি শব্দ দেশীয় ভাষায় ঢুকে পড়েছে (যেমন—বাস, কাপ ইত্যাদি)। ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

(ii) চিনা-তিব্বতি বা কিরাত ভাষা পরিবার : উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি মানুষের ভাষা চিনা-তিব্বতি বা কিরাত ভাষা পরিবার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—তিব্বতি, সিকিমি, লাদাখি, বালটি, লাহুলি, শেরপা, লেপচা, ডাফলা, অবর, মিশমি, বোড়ো, নাগা, মিকির, লুসাই ইত্যাদি ভাষা। ভারতের প্রায় 1·0 শতাংশ লোক এই ভাষাগুলিতে কথা বলে। চিনা-তিব্বতি বা কিরাত ভাষা পরিবারের অন্তর্গত অঞ্চলগুলি হল জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, অরুণাচল প্রদেশ, অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর ইত্যাদি।

(iii) দ্রাবিড় ভাষা পরিবার : দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি ভাষা, যেমন—তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়লম ভাষার মূল হল দ্রাবিড় ভাষা পরিবার। তামিল হল সংস্কৃতের পরেই ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ভাষা, যার বয়স খ্রিস্টপূর্ব 500 বছর। দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত অন্যান্য ভাষাগুলি হল ইয়েরুকলা, টুলু, কুর্গি বা কোডাভা, কুই, পারজি, খন্ড (খন্ড) ইত্যাদি।

বর্তমানে ভারতের প্রায় 22·5 শতাংশ মানুষ দ্রাবিড় পরিবার থেকে সৃষ্ট ভাষায় কথা বলে। দ্রাবিড় ভাষা পরিবার থেকে যে 17টি ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে তিনটি ভাষা গোষ্ঠীতে (language group) ভাগ করা যায়, যথা—

(a) উত্তর ভাষা গোষ্ঠী (Northern group) : এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় কথিত মালটো (Malto) ভাষা; পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে কথিত ওরাওঁ উপজাতির কুরুখ ভাষা ইত্যাদি।

(b) মধ্য ভাষা গোষ্ঠী (Central group) : এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা হল তেলুগু। এ ছাড়া অন্যান্য, যেমন—গন্ডি, খন্ড, কুই, মুন্ডারি ইত্যাদি ভাষা উপজাতি মানুষের ভাষা হিসাবে রয়ে গিয়েছে।

Scanned with CamScanner

(c) **দক্ষিণ ভাষা গোষ্ঠী (Southern group) :** এই ভাষা গোষ্ঠীতে রয়েছে সাতটি দক্ষিণি ভাষা, যেমন—তামিল, কন্নড়, মালয়লম, টুলু, কোটা, টোডা এবং কোডাগু।

এখানে উল্লেখ্য যে, দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সদস্য হিসাবে—

(1) তামিল একটি প্রাচীন, ধ্রুপদী ও বিশুদ্ধ (classical and pure) ভাষা। কারণ তামিল ভাষায় অন্য ভাষার প্রবেশ ও প্রভাব কম। তামিল হল তামিলনাড়ুর সরকারি (official) ভাষা। শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়াতেও তামিল অন্যতম সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃত। তামিল ভাষায় প্রায় 8 কোটি লোক কথা বলে।

(2) তেলুগু একটি প্রাচীন ও ধ্রুপদী ভাষা। এটি অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলঙ্গানার সরকারি ভাষা। 2011 সালের জনগণনা অনুসারে দ্রাবিড় পরিবারের ভাষাগুলির মধ্যে তেলুগু ভাষায় সবচেয়ে বেশি লোক কথা বলে, যাদের সংখ্যা প্রায় 8 (আট) কোটি। হিন্দি ও বাংলা ভাষার পরে তেলুগুভাষীর সংখ্যা তৃতীয় সর্বাধিক।

(3) দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে নবীন বা কনিষ্ঠতম ভাষা হল মালয়লম। এটি কেরলের সরকারি ভাষা। 2011-র আদমশুমার অনুযায়ী ভারতে 3.5 কোটি লোক মালয়লমে কথা বলে। সংখ্যার বিচারে তেলুগু ভাষায় সর্বাধিক, তামিলে দ্বিতীয় সর্বাধিক এবং মালয়লমে সবচেয়ে কম লোক কথা বলে।

(iv) **ভারতীয়-আর্য ভাষা পরিবার :** ভারতের প্রায় 73 শতাংশ মানুষের ভাষা ভারতীয় আর্য-ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এটি ভারতের সবচেয়ে বড়ো ভাষা পরিবার। আর্যরা ভারতে একে সাথে করে নিয়ে আসে। উৎপত্তিগতভাবে ভারতীয়-আর্য ভাষা পরিবার ভারতীয়-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা পরিবারের অংশ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মোট 21টি ভাষা ভারতীয়-আর্য ভাষা পরিবার থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যেমন—সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা, উর্দু, অসমিয়া, ওড়িয়া, রাজস্থানি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, গুজরাটি, কাশ্মীরি, পাহাড়ি, নেপালি ইত্যাদি।

ভৌগোলিক ব্যাপ্তি অনুসারে ভারতীয়-আর্য ভাষা হল সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমির প্রধান ভাষা। পশ্চিমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের উপকূল এবং পূর্বে মহানদী সমভূমি পর্যন্ত এই ভাষা পরিবার বিস্তৃত।

4.8.4.4. ভারতে ভাষার ভৌগোলিক প্রভাব (Geographical Influence of languages in India) :

ভারতের মতো বহু সংস্কৃতি, বহু জাতি ও বহু ধর্মের দেশে ভাষার তাৎপর্যময় ভূমিকা আছে, যেমন—

(1) দার্শনিক চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli)-র মতে ভাষা হল মানুষের মধ্যে সংহতির ভিত্তি। মহাত্মা গান্ধীও একই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতে পেরেছিলেন তার অন্যতম কারণ হল যে ইংরাজিকে আন্দোলনের মূল ভাষা না-করে, তিনি আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে আন্দোলনের হাতিয়ার করেছিলেন। তাই জনসাধারণ তাদের নিত্যদিনের কথ্যভাষায় তাদের দাবি জানাতে সমর্থ হয়েছিল।

(2) ভাষা মানুষের সংস্কৃতি ও প্রথাকে (custom) প্রকাশ করে এবং নিজের সংস্কৃতি ও প্রথাকে জানতে সাহায্য করে। তাই সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য (cultural landscape) গঠনে ভাষা হল এক স্বীকৃত উপাদান। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য এলাকায় চিনা-তিব্বতি বা কিরাত ভাষা পরিবার, পূর্ব ও মধ্য ভারতের পাহাড়ি মালভূমি ক্ষেত্রে অস্ট্রিক বা নিষাদ ভাষা পরিবার, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে দ্রাবিড় ভাষা পরিবার ও সিন্ধ-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি এলাকায় ভারতীয়-আর্য ভাষা পরিবার এই ভাবেই ভারতে ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্য গড়ে তুলেছে। এই প্রাথমিক ভূদৃশ্যগুলি পরবর্তীকালে প্রচরণের (migration) কারণে, বিদেশি প্রভাবে, ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে, সামাজিক স্তরায়ণের তাগিদে আরো বিভক্ত হয়েছে। যেমন, সংস্কৃত, সংস্কৃত থেকে পালি এবং সংস্কৃত থেকে পালি ও প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি ভারতীয়-আর্য ভাষা পরিবারে বৈচিত্র্য এনেছে।

(3) ভাষার বাহুল্য বহু দেশেই আছে, যেমন—সুইজারল্যান্ডের প্রধান সরকারি ভাষার সংখ্যা হল তিন অর্থাৎ জার্মানি, ফরাসি এবং ইটালীয়। কানাডায় সরকারি ভাষা হল ইংরাজি ও ফরাসি। ভারতের 22টি সংবিধান

Scanned with CamScanner

স্বীকৃত ভাষা। ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন (reorganisation) করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে The States Reorganisation Act, 1956 গৃহীত হয়।

(4) ভারতে ভাষার বহুত্ব যেমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে, তেমনই ভাষার প্রাচুর্য অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজনীতির বিষয় হয়ে উঠেছে। যেমন—তামিলনাড়ুতে স্কুল স্তরে হিন্দি ভাষা শেখার ওপরে 1937 সালে যে-সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তীব্র বিরোধী আন্দোলনে তা 1940 সালে সরকার প্রত্যাহার করে। একই ভাবে 1965 ও 1986 সালে তামিলনাড়ুতে হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। 2019 সালেও প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা নীতিতে হিন্দি ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে সারা ভারতের প্রতিটি রাজ্যে শেখানোর যে-প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, হিন্দি বলয়ের বাইরের রাজ্যগুলিতে তা সমালোচিত হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরেও ভারতের কোনো জাতীয় ভাষা নেই।

ইতিমধ্যে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষা যে ভারতের সর্বত্র কর্মক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসেছে তা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসূত্রে প্রবাসি লক্ষ লক্ষ মানুষ তা জানে। কিন্তু রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবকে অস্বীকার করে। ভারতে ভাষার স্বীকৃতি রাজনীতির শিকার হয়েছে।

Scanned with CamScanner